বিগত ২০-২২ জুলাই তারিখে জেনেভাতে অনুষ্ঠিত UNCTAD এর ২০ তম IGE অধিবেশনে উপস্থাপিত প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর Voluntary Peer Review Report বিষয়ক প্রতিবেদন

পটভূমিঃ

Competition Law & Policy বিষয়ে UNCTAD এ যাবত ৩০ টি সদস্য দেশে Voluntary Peer Review করেছে। বিগত ১৭ মার্চ ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত UNCTAD এর Working Group on Modalities of UNCTAD Voluntary Peer Review Exercises (WGPR) এর ৩য় সভায় আগ্রহী সদস্য দেশসমূহের প্রতিযোগিতা ও ভোক্তা অধিকার আইন ও পলিসি বিষয়ে Voluntary Peer Review এর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। বিভিন্ন দেশের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও উত্তম চর্চা সমূহের আলোকে প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ কে আরো যুগোপযোগী ও অধিকতর কার্যকর করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের বিগত ০৩ মে ২০২১ তারিখের ৭ম সভায় UNCTAD কর্তৃক Voluntary Peer Review এর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ সংক্রান্ত কমিশনের ২৭ মে ২০২১ তারিখের প্রস্তাব বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের এফটিএ-৫ অধিশাখা হতে ২৭ জুন ২০২১ তারিখে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশন, জেনেভা, সুইজারল্যান্ড বরাবর প্রেরণ করা হয়। জেনেভাস্থ বাংলাদেশ স্থায়ী মিশন থেকে প্রস্তাবটি যথাসময়ে UNCTAD বরাবর প্রেরণ করা হয়।

UNCTAD কর্তৃক প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর Voluntary Peer Review-এর বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ:

UNCTAD এর Intergovernmental Group of Experts (IGE) on Competition Law and Policy-র ১৯তম অধিবেশন বিগত ০৭-০৯ জুলাই, ২০২১ তারিখে সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় অনলাইনে এবং অফলাইনে অনুষ্ঠিত হয়। এ অধিবেশনে কমিশনের সম্মানিত চেয়ারপার্সন এবং বিজ্ঞ সদস্যবৃন্দ ভার্চুয়ালি এবং জেনেভাস্থ বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনে কর্মরত কমার্শিয়াল কাউন্সিলর সরাসরি অংশগ্রহণ করেন। পরবর্তীতে বিগত ২৮ জুলাই ২০২১ তারিখে UNCTAD Secretariat এর আমন্ত্রণে Global Initiative Towards Post-Covid-19 Resurgence of the MSME Sector প্রজেক্টের একটি ভার্চুয়াল সভায় বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের চেয়ারপার্সন, দুই জন সম্মানিত সদস্য, তিন জন কর্মকর্তা, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ফাউন্ডেশন (এসএমইএফ) এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। উক্ত সভায় বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের সম্মানিত চেয়ারপার্সন জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর Voluntary Peer Review এবং করোনা পরিস্থিতিতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশের লক্ষ্যে UNCTAD বরাবর কারিগরি সহায়তার প্রস্তাব করেন। বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের পক্ষ হতে Voluntary Peer Review এবং করোনা পরিস্থিতিতে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশের লক্ষ্যে চারটি ক্ষেত্র সুনির্দিষ্ট করে বিগত ১৫ নভেম্বর ২০২১ তারিখে UNCTAD বরাবর প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়। একই বিষয়ে বিগত ২ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে UNCTAD কর্তৃক আয়োজিত অপর একটি ভার্চুয়াল সভা বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হয়।

এরই ধারাবাহিকতায় UNCTAD কর্তৃক আয়োজিত একটি জরুরী ভার্চুয়াল সভা বিগত ০৪ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখ দুপুর ২:৩০ ঘটিকায় অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় UNCTAD এর পক্ষে Competition and Consumer Policies Branch এর প্রধান Ms. Teresa Moreira এবং Legal Affairs Officer Dr. Pierre Horna সহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ এবং কমিশনের পক্ষে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের সম্মানিত সদস্য জনাব জি. এম. সালেহ উদ্দিন, এস এম ই ফাউন্ডেশন এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মফিজুর রহমান, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব জনাব মোঃ আবদুছ সামাদ আল আজাদ এবং জেনেভাস্থ স্থায়ী মিশনের কমার্শিয়াল কাউন্সিলর জনাব দেবব্রত চক্রবর্তী অংশগ্রহণ করেন। এ সভায় UNCTAD এর Global Initiative Towards Post-Covid-19 Resurgence of the MSME Sector প্রজেক্টের আওতায় সম্পূর্ণ বিনা খরচে প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর Voluntary Peer Review কার্যক্রম গ্রহণের এবং Ms Ma Leonila Papa কে Independent Consultant হিসেবে নিয়োগের সিদ্ধান্ত বাংলাদেশকে জানানো হয়।

Voluntary Peer Review বিষয়ে Independent Consultant এবং Fact Finding Mission এর কার্যক্রম:

বিগত ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখ বাংলাদেশ সময় দুপুর ২:৩০ মিনিটে UNCTAD একটি ভার্চুয়াল সভা আয়োজন করে। এ সভায় Voluntary Peer Review বিষয়ে UNCTAD এর Competition and Consumer Policies Branch এর প্রধান Ms. Teresa Moreira, Legal Affairs Officer Dr. Pierre Horna সহ Independent Consultant Ms Ma Leonila Papa এবং Fact Findnig Mission এর সদস্য Ms Elizabeth Gachuiri উপস্থিত ছিলেন। সভায় বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের সম্মানিত

চেয়ারপার্সন জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম, সম্মানিত সদস্য জনাব জি. এম. সালেহ উদ্দিন, ড. এ এফ এম মনজুর কাদির, জনাব নাসরিন বেগম, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব জনাব মোঃ আবদুছ সামাদ আল আজাদ, শিল্প মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব জনাব মোঃ নুরুজ্জামান, এস এম ই ফাউন্ডেশন এর মহাব্যবস্থাপক মোঃ নাজিম হাসান সাত্তার, জেনেভাস্থ স্থায়ী মিশনের কমার্শিয়াল কাউন্সিলর জনাব দেবব্রত চক্রবর্তী এবং UN Local Coordination Office এর ইকোনমিস্ট জনাব মাজেদুল ইসলাম অংশগ্রহণ করেন। সভায় প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর Voluntary Peer Review রিপোর্টের প্রস্তাবিত কাঠামো, প্রয়োজনীয় তথ্যের উৎস আদান প্রদান এবং সম্ভাব্য Voluntary Peer Reviewers সম্পর্কে মতবিনিময় করা হয়।

পরবর্তীতে বিগত ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২২ তারিখ বিকাল ৪:০০ ঘটিকায় UNCTAD প্রতিনিধি এবং Independent Consultant Ms Ma Leonila Papa এঁর সঙ্গে কমিশনের আরো একটি ভার্চুয়াল সভা অনুষ্ঠিত হয়। Independent Consultant এবং Fact Finding Mission এর সদস্যগণ ১ মার্চ থেকে ৪ মার্চ ২০২২ তারিখ পর্যন্ত কমিশন, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, দপ্তর, সংস্থাসহ অন্যান্য অংশীজনের সঙ্গে ভার্চুয়াল সভায় অংশগ্রহণ করেন। Independent Consultant Ms Ma Leonila Papa ০৫ মার্চ, ২০২২ তারিখ থেকে ১০ মার্চ ২০২২ তারিখ পর্যন্ত স্বশরীরে বাংলাদেশ সফর করে কমিশন, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ, সেক্টর রেগুলেটর,দপ্তর, সংস্থার বিভিন্ন পর্যায়ের অংশীজনের সঙ্গে মতবিনিময় করেন।

কমিশনের পক্ষ থেকে প্রতিযোগিতা আইন ২০১২ এর কতিপয় অসম্পূর্ণতা চিহ্নিত করে সেগুলো দূরীকরণের পাশাপাশি কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধির বিষয়সমূহ তুলে ধরা হয়। প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর Voluntary Peer Review কার্যক্রম UNCTAD এর পক্ষে স্থানীয়ভাবে সমন্বয় করার জন্য UNCTAD কর্তৃক UN Local Coordination Office এর ইকোনমিস্ট জনাব মাজেদুল ইসলাম-কে দায়িত্ব প্রদান করা হয়।

UNCTAD এর Independent Consultant বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন ছাড়াও নিম্নলিখিত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ, সেক্টর রেগুলেটর, দপ্তর, সংস্থা, কর্তৃপক্ষ ও পেশাজীবী সংগঠনের বিভিন্ন পর্যায়ের প্রতিনিধিগণের সঙ্গে মতবিনিময় ও সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন:

- বাণিজ্য মন্ত্রণালয়
- শিল্প মন্ত্রণালয়
- পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
- আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
- অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়
- বাংলাদেশ ব্যাংক
- বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন
- বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন
- বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন
- বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিআইডিএ)
- জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর
- জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ
- মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি
- পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)
- বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন
- বিজনেজ প্রমোশন কাউন্সিল (বাণিজ্য মন্ত্রণালয়)
- কনজুমার্স এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব)
- দ্য ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (এফ বি সি সি আই)
- চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি
- জাতীয় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সমিতি বাংলাদেশ
- মাইক্রো ইন্ডাষ্ট্রিজ ডেভেলপমেন্ট এসিস্টেন্ট এন্ড সার্ভিস
- ই-কমার্স এ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ই-ক্যাব)
- স্টার্ট আপ বাংলাদেশ এবং

- Competition Law এবং Competition Economics বিষয়ে কয়েকজন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও আইনজীবি।

UNCTAD কর্তৃক Voluntary Peer Review এর চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রকাশ অধিবেশনে আমন্ত্রণ:

UNCTAD মহাসচিব এর ২১ মার্চ ২০২২ তারিখের বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয় যে, ২০-২২ জুলাই তারিখে জেনেভাস্থ জাতিসংঘ দপ্তরে "Intergovernmental Group of Experts on Competition Law and Policy" এর ২০ তম অধিবেশনে "Voluntary Peer Review of Competition Law & Policy: Bangladesh" অন্তর্ভুক্ত হয়েছে (কপি সংযুক্ত) । জেনেভাস্থ বাংলাদেশ স্থায়ী মিশনের ১৪ জুলাই, ২০২২ তারিখের ই-মেইল বার্তায় এ বিষয়ে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহন এবং স্থায়ী মিশনকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানের জন্য অনুরোধ করা হয় (কপি সংযুক্ত) ।

UNCTAD এর Competition and Consumer Policies Branch (CCPB) এর বিগত ৩ মে ২০২২ তারিখের ই-মেইলে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের চেয়ারপার্সন জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম এবং কমিশনের সদস্য ও Voluntary Peer Review কার্যক্রমের সমন্বয়ক জনাব জি. এম. সালেহ উদ্দিন কে ২০-২২ জুলাই, ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিতব্য Intergovernmental Group of Experts on Competition Law and Policy এর ২০ তম অধিবেশনে অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয় (কপি সংযুক্ত) । UNCTAD থেকে মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী মহোদয়কেও ২০-২২ জুলাই, ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত Intergovernmental Group of Experts on Competition Law and Policy এর ২০ তম অধিবেশনে অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল (কপি সংযুক্ত) । দাপ্তরিক ব্যস্ততার জন্য মাননীয় মন্ত্রী স্বশরীরে অংশগ্রহণ করতে পারেননি।

বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন, UNCTAD এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের ত্রিপাক্ষিক ভার্চুয়াল সভা আয়োজন:

বিগত ১৮ জুলাই ২০২২ তারিখে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন, UNCTAD এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (ADB) এর মধ্যে একটি ত্রিপাক্ষিক ভার্চুয়াল সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের পক্ষ হতে কমিশনের চেয়ারপার্সন জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম এবং সদস্য জনাব জি. এম. সালেহ উদ্দিন, ড. এ এফ এম মনজুর কাদির, জনাব নাসরিন বেগম, পরিচালক জনাব মোঃ সালাহউদ্দিন আহাম্মদ এবং UN Local Coordination Office এর ইকোনমিস্ট জনাব মাজেদুল ইসলাম অংশগ্রহণ করেন। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (ADB) এর পক্ষ হতে Mr. Edimon Ginting, Country Director, Mr. Jiangbo Ning, Deputy Country Director, Mr. Soon Chan Hong, Senior Country Specialist, Mr. Gobinda Bar, Senior Communications Officer অংশগ্রহণ করেন। UNCTAD এর Competition and Consumer Policies Branch এর প্রধান Ms. Teresa Moreira, Legal Affairs Officer Dr. Pierre Horna এবং Independent Consultant Ms Ma Leonila Papa সহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন। সভায় UNCTAD কর্তৃক প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর Voluntary Peer Review রির্পোটের সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের নিকট হতে কারিগরি সহায়তার বিষয়ে আলোচনা হয়। সভায় ADB এর Country Director এ বিষয়ে সুবিধাজনক সময়ে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে আলোচনার আগ্রহ ব্যক্ত করেন।

UNCTAD এর তিন দিন ব্যাপী ২০ তম IGE অধিবেশনে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের অংশগ্রহণ:

বিগত ২০-২২ জুলাই, ২০২২ তারিখে জেনেভাস্থ জাতিসংঘ দপ্তরে UNCTAD এর ২০ তম IGE অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় (এজেন্ডা সংযুক্ত)। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বরাবরে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের ২৩ মে, ২০২২ তারিখের পত্রে মাননীয় মন্ত্রী (অথবা সিনিয়র সচিব) মহোদয়ের নেতৃত্বে ০৫ সদস্যের প্রতিনিধি দলের জেনেভায় অনুষ্ঠিত উক্ত ২০ তম IGE সম্মেলনে অংশগ্রহণের প্রস্তাব করা হয়েছিল। মাননীয় মন্ত্রী এবং সিনিয়র সচিব মহোদয় উভয়েই দাপ্তরিক ব্যস্ততার কারণে সম্মেলনে সরাসরি অংশগ্রহণ করতে পারেন নি। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় থেকে ২৮ জুন, ২০২২ তারিখের ২৬.০০.০০০০.১২৫.০৩২.২২.১৯-৯২ সংখ্যক স্মারকে কমিশনের চেয়ারপার্সন জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম এবং সদস্য জনাব জি. এম. সালেহ উদ্দিন কে অধিবেশনে অংশগ্রহণের জন্য সরকারী আদেশ জারী করা হয় (কপি সংযুক্ত) । কমিশনের চেয়ারপার্সন জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম এবং সদস্য জনাব জি. এম. সালেহ উদ্দিন ২০-২২ জুলাই ২০২২ তারিখে UNCTAD এর ২০ তম IGE অধিবেশনে অংশগ্রহণের উদ্দেশ্যে ১৯ জুলাই ২০২২ তারিখ বাংলাদেশ ত্যাগ করেন। UNCTAD এর "Voluntary Peer Review of Competition Law & Policy: Bangladesh" বিষয়ক অধিবেশনসহ তিনদিন ব্যাপী ২০তম IGE অধিবেশনে কমিশনের চেয়ারপার্সন জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম এঁর নেতৃত্বে নিম্নলিখিত প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করেনঃ-

১। জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম, চেয়ারপার্সন, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন।

২। জনাব মোঃ মুস্তাফিজুর রহমান, রাষ্ট্রদূত ও স্থায়ী প্রতিনিধি, বাংলাদেশের স্থায়ী মিশন, জেনেভা।

৩। জনাব জি. এম. সালেহ উদ্দিন, সদস্য, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন।

৪। ড. মোঃ আল আমিন প্রামাণিক, ইকোনোমিক মিনিস্টার, বাংলাদেশের স্থায়ী মিশন, জেনেভা।

৫। জনাব দেবব্রত চক্রবর্তী, কমার্শিয়াল কাউন্সিলর, বাংলাদেশের স্থায়ী মিশন, জেনেভা।

UNCTAD এর "Voluntary Peer Review of Competition Law & Policy: Bangladesh" বিষয়ক অধিবেশনে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল

এক নজরে তিনদিন ব্যাপী IGE অধিবেশন:

- **২০ জুলাই, ২০২২ তারিখ: উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ও কর্ম অধিবেশন**

বিগত ২০ জুলাই ২০২২ তারিখ জেনেভা স্থানীয় সময় বিকাল ৩ ঘটিকায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শুরুর মধ্যে দিয়ে ২০তম IGE অধিবেশন শুরু হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ২০তম IGE অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হন WTO তে নিযুক্ত উরুগুয়ের স্থায়ী প্রতিনিধি Mr. José Luis Cancela. উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর ২১ ও ২২ জুলাই ২০২২ তারিখের কর্মপরিকল্পনা উপস্থাপন করা হয় । Key Note উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়।

উদ্বোধনী পর্ব শেষে "Crossroads: how to better address the interplay between competition, consumer and data protection policies in the digital era" উপস্থাপনের মধ্যে দিয়ে প্রথম দিনের আলোচনা পর্ব শুরু হয়। আলোচনা পর্বে UNCTAD সদস্য রাষ্ট্রসমূহের প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন। পরবর্তীতে "Report on the implementation of the guiding policies and procedures under section F of the Set of Multilaterally Agreed Equitable Principles and Rules for the Control of Restrictive Business Practices" উপস্থাপন ও রিপোর্ট নিয়ে আলোচনার মধ্য দিয়ে অধিবেশনের ১ম দিনের কার্যক্রম সমাপ্ত হয়।

- **২১ জুলাই, ২০২২ তারিখ: UNCTAD এর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সভা**

বিগত ২১ জুলাই ২০২২ তারিখ জেনেভাস্থ UNCTAD সদর দপ্তরে সকাল ৯.০০ ঘটিকায় বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের সঙ্গে UNCTAD কর্মকর্তাগণের একটি দ্বিপাক্ষিক সভা হয়। উক্ত সভায় বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের চেয়ারপার্সন জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম এঁর নেতৃত্বে জনাব জি. এম. সালেহ উদ্দিন, সদস্য, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন, ড. মোঃ আল আমিন প্রামাণিক, ইকোনোমিক মিনিস্টার, বাংলাদেশের স্থায়ী মিশন, জেনেভা এবং জনাব দেবব্রত চক্রবর্তী, কমার্শিয়াল কাউন্সিলর, বাংলাদেশের স্থায়ী মিশন, জেনেভা অংশগ্রহণ করেন। UNCTAD এর পক্ষে উপস্থিত ছিলেন CCPB এর প্রধান Ms Teresa Moreira, Legal Affairs Officer Dr. Pierre Horna, Independent Consultant Ms Ma Leonila Papa এবং Sophie Hunter. সভায় কমিশনের চেয়ারপার্সন এবং সদস্য কমিশনের চলমান কার্যক্রম, কমিশনের অর্জন, করণীয় এবং চ্যালেঞ্জ সমূহ UNCTAD কর্মকর্তাগণকে অবহিত করেন। CCPB প্রধান বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনকে সকল প্রকার সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস প্রদান করেন। সভায় প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর

Voluntary Peer Review Report এর National Dissemination এবং বাস্তবায়ন সহ কমিশনের সক্ষমতা বৃদ্ধির বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। কোনো দাতা সংস্থার নিকট থেকে কমিশনের জন্য কারিগরী সহায়তা পাওয়া যায় কিনা এ বিষয়ে UNCTAD কাজ করছে বলে সভায় জানানো হয়। বৈশ্বিক বিভিন্ন প্রতিযোগিতা সংস্থা এবং দাতা সংস্থাগুলি কীভাবে বাংলাদেশকে কারিগরী সহায়তা প্রদান করতে পারে এ বিষয়ে UNCTAD সচিবালয় একটি প্রকল্প প্রস্তুত করছে মর্মে জানানো হয়। পরবর্তীতে বেশ কয়েকটি উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার কাছে কারিগরী সহায়তা প্রকল্পটি পাঠানো হবে মর্মেও UNCTAD কর্মকর্তাগণ আশ্বাস প্রদান করেন।

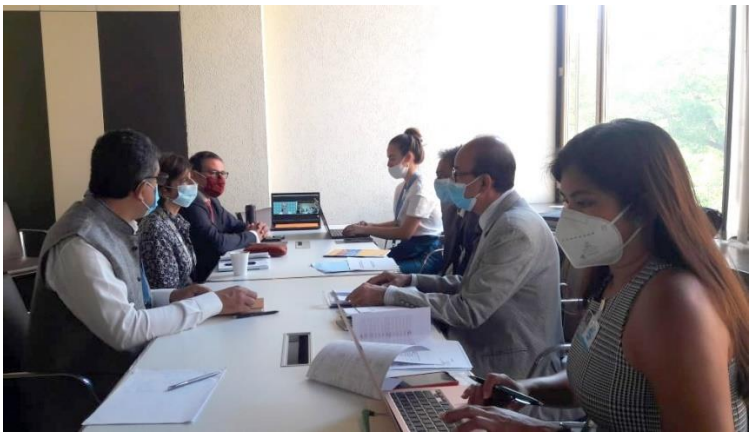

UNCTAD এর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক সভায় উপস্থিত বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল

UNCTAD, CCPB এর প্রধানের হাতে ক্রেস্ট তুলে দিচ্ছেন কমিশনের চেয়ারপার্সন

- **২১ জুলাই, ২০২২ তারিখ: কর্ম অধিবেশন**

বিগত ২১ জুলাই, ২০২২ তারিখ দিনের শুরুতেই স্থানীয় সময় সকাল ১০ ঘটিকা থেকে "Rethinking competition law enforcement: Lessons learnt from the COVID-19 pandemic" শীর্ষক রিপোর্ট উপস্থাপন এবং আলোচনা পর্ব পরিচালিত হয়। ২য় সেশনে বিকাল ৩ ঘটিকা থেকে "The role of competition law and policy in supporting micro, small and medium-sized enterprises during the economic recovery in the post pandemic period" শীর্ষক আলোচনা পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল দিবসের সকল কর্ম অধিবেশনে অংশগ্রহণ করে।

সবশেষে UNCTAD কর্তৃক "MARITIME Trasnport" এর উপর প্রদত্ত Review উপস্থাপনের মাধ্যমে ২য় দিনের কর্ম অধিবেশন সমাপ্ত হয়।

- **২২ জুলাই ২০২২ তারিখ: Voluntary Peer Review of Competition Law and Policy: Bangladesh বিষয়ক অধিবেশন**

বিগত ২২ জুলাই ২০২২ তারিখ শুক্রবার জেনেভা সময় সকাল ৯.৩০ ঘটিকা থেকে সকাল ১১.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত Voluntary Peer Review of Competition Law and Policy: Bangladesh বিষয়ক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন WTO-তে নিযুক্ত উরুগুয়ের স্থায়ী প্রতিনিধি Mr. José Luis Cancela. উক্ত অধিবেশনে বাংলাদেশের প্রতিনিধি দল বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের চেয়ারপার্সন জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম এঁর নেতৃত্বে জনাব মোঃ মুস্তাফিজুর রহমান, রাষ্ট্রদূত ও স্থায়ী প্রতিনিধি, বাংলাদেশের স্থায়ী মিশন, জেনেভা, জনাব জি. এম. সালেহ উদ্দিন, সদস্য, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন, ড. মোঃ আল আমিন প্রামাণিক, ইকোনমিক মিনিস্টার, বাংলাদেশের স্থায়ী মিশন, জেনেভা এবং জনাব দেবব্রত চক্রবর্তী, কমার্শিয়াল কাউন্সিলর, বাংলাদেশের স্থায়ী মিশন, জেনেভা অংশগ্রহণ করেন। প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর Voluntary Peer Reviewer ছিলো ভারত, ফিলিপাইন ও দক্ষিণ আফ্রিকা। অধিবেশনে ভারতের প্রতিযোগিতা কমিশনের প্রতিনিধি Mr. Ved Prakash Mishra, Adviser (Law) এবং Philippine Competition Commission এর প্রতিনিধি Mr. Johannes Benjamin R. Bernabe, Commissioner and OIC সরাসরি অংশগ্রহণ করেন। অপরদিকে Competition Commission of South Africa এর প্রতিনিধি ভার্চুয়ালি অংশগ্রহণ করেন । UNCTAD এর Competition and Consumer Policies Branch এর প্রধান Ms. Teresa Moreira, Independent Consultant Ms Ma Leonila Papa এবং Legal Affairs Officer Dr. Pierre Horna সহ UNCTAD এর অন্যান্য কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন।

UNCTAD এর “Voluntary Peer Review of Competition Law & Policy: Bangladesh” বিষয়ক অধিবেশনে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশী, এমপি

মাননীয় বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি, এমপি মহোদয়ের পূর্বে ধারণকৃত বক্তব্যের মধ্য দিয়ে অধিবেশন শুরু হয়। মাননীয় মন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের গৌরবময় ইতিহাস এবং স্বাধীনতা অর্জনে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমানের অনন্য অবদান তুলে ধরেন। তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রার পাশাপাশি পণ্য রপ্তানিতে বাংলাদেশের সাফল্য এবং বাজারে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতা নিশ্চিতকরণে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের ভূমিকা তুলে ধরেন। এছাড়াও, তিনি UNCTAD কর্তৃক প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর Voluntary Peer Review এর জন্য UNCTAD কে ধন্যবাদ জানান এবং চূড়ান্ত রিপোর্টে উল্লিখিত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নে সরকারের পক্ষ থেকে সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন।

UNCTAD এর “Voluntary Peer Review of Competition Law & Policy: Bangladesh” বিষয়ক অধিবেশনে বক্তব্য রাখছেন অধিবেশনের সভাপতি Mr. José Luis Cancela

বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব টিপু মুনশি, এমপি মহোদয়ের বক্তব্যের পর UNCTAD এর Independent Consultant MS Ma Leonila Papa প্রতিযোগিতা আইন ২০১২ এর Voluntary Peer Review রির্পোট উপস্থাপন করেন। চূড়ান্ত রির্পোটে প্রতিযোগিতা আইন ২০১২ এর কতিপয় সীমাবদ্ধতা সহ বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হয়। বিভিন্ন দেশের জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও উত্তম চর্চা সমূহের আলোকে প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ কে আরো যুগোপযোগী ও কার্যকরী করে তোলার লক্ষ্যে Voluntary Peer Review এর চূড়ান্ত রির্পোটে বাংলাদেশ সরকারের জন্য ১৩ (তেরো) টি, বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের জন্য ০৮ (আট) টি, বাংলাদেশ সরকার ও বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন উভয়ের জন্য ০৪ (চার) টি, CMSME এর জন্য ০৫ (পাঁচ) টি এবং বিচার বিভাগের জন্য ০১ (এক) টি সহ মোট ৩১ (একত্রিশ) টি সুপারিশ করা হয়েছে (কপি সংযুক্ত)। এরপর বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের চেয়ারপার্সন জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম Voluntary Peer Review রির্পোটের উপর তাঁর মন্তব্য উপস্থাপন করেন।

Voluntary Peer Review রির্পোটের উপর মন্তব্য উপস্থাপন করছেন
বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের চেয়ারপার্সন জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম

এরপর Peer Reviewer গণের প্রশ্নোত্তর পর্ব শুরু হয়। বাংলাদেশের প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর Voluntary Peer Reviewer তিনটি দেশ ভারত, ফিলিপাইন এবং দক্ষিণ আফ্রিকার প্রতিনিধিগণ প্রত্যেকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের মতামত/অবস্থান জানতে চান।

- ভারতের প্রতিযোগিতা কমিশনের আইন উপদেষ্টা Mr. Ved Prakash Mihsra নিম্নোক্ত তিনটি বিষয় উপস্থাপন করেন:

1.Effectiveness of regulatory framework in enforcing remedies and for recovery of monetary penalty imposed?

2.Factors taken into consideration for determination of the dominance of an enterprise/undertaking. Is group or joint or collective dominance also envisaged under the domestic framework?

3. Factors taken into consideration for determination of the relevant market.

- বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের চেয়ারপার্সন জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম এবং সদস্য জনাব জি. এম. সালেহ উদ্দিন উপরোক্ত তিনটি বিষয়ের উপর নিম্নোক্ত মতামত প্রদান করেন:

Response 1:

In order to restore competition in the market, two types of remedial measures are applied against the offences under section 15 and 16 of Competition Act, 2012:

A. Behavioral Remedy and B. Structural Remedy.

A. <u>Behavioral Remedy:</u>

- **Before initiating investigation:** Giving directions to the enterprises to prevent immediately any anticompetitive agreement/collusion or abuse of dominant position (Section 17).
- **During investigation process:** Issuing interim order to enterprises to restrain from any anticompetitive activities (Section 19).
- **At the time of final order:** Directing enterprises to discontinue anticompetitive activities and not to re-enter into such activities in future. (Section 20)

B. <u>Structural Remedy:</u>

A. Section 20 of the Competition Act, 2012, empowers the commission to-

- penalize any person/enterprise up to 10% of the average turnover for the last 03 (three) preceding financial years;
- in case of cartel, the penalty may be up to 03 times of its profit for each year of the continuance of such agreement or 10% of the average of the turnover, whichever is higher;
- if any person/enterprise fails to pay penalty within stipulated time, the Commission may impose fine not more than Tk. 01 lac for each day of delay;
- Commission may pass any such order as it may deem fit for preservation of competition including division of an enterprise enjoying dominant position.

Penalty Recovery Provision: Recovery of penalty imposed is done under Public Demand Recovery Act, 1913 (Section 28).

Response 2:

Following factors are usually considered for determination of the dominance of an enterprise/undertaking:

- ✓ Market share
- ✓ Customer size
- ✓ Transaction value
- ✓ Buyers' counter veiling power
- ✓ Entry and exit barriers
- ✓ Influence of competitors
- ✓ Economy of scale (cost advantage of enterprise)
- ✓ Size of enterprise
- ✓ Market structure
- ✓ Vertical and Horizontal Integration
- ✓ Switching cost
- ✓ Customer base
- ✓ First mover advantage (e.g. mobile phone, digital market)
- ✓ Logistic and supply/value chain advantages (Conglomerate), etc.

Response 3:

Relevant market is a market of goods and services which are exchangeable by the consumer on the basis of characteristics, price and intended use of goods or services.

Relevant Market consists of Relevant Product Market and Relevant Geographic Market.

- Bangladesh Competition Commission considers the following factors for determination of Relevant Product Market:
  - ✓ Demand-side substitution
  - ✓ Supply-side substitution
  - ✓ Potential Competition
  - ✓ Product Characteristics
  - ✓ Switching Cost
  - ✓ Price elasticity and intended use, etc.
- BCC considers the following factors for determination of Relevant Geographic Market:-
  - ✓ Product and its substitute having local, regional, national and international dimensions;
  - ✓ Regulatory trade barriers;
  - ✓ Local specification requirements;
  - ✓ National procurement policies;
  - ✓ Adequate distribution facilities;
  - ✓ Transport costs;
  - ✓ Consumer preferences;
  - ✓ Need for secure/regular supplies or rapid after-sales services, etc.

- ফিলিপাইন প্রতিযোগিতা কমিশনের কমিশনার Mr. Johannes Benjamin R. Bernabe নিম্নোক্ত তিনটি বিষয় উপস্থাপন করেন:

1. On the Scope and Coverage of the BCA (p. 14)

-The BCA in Section 2(m) defines an enterprise to include "a department of Government x x x which is x x x engaged in x x x the provision of services of any kind x x x." Does this mean that Government policies or regulations that have the object or effect of substantially lessening competition can be stricken down and prohibited by the BCC? If yes, what is the mechanism or procedure for doing so?

-If a Government department is engaged in any form of economic activity and commits any of the prohibited acts, does the said agency or its officers become liable under the BCA?

-Given that the scope of the BCA appears to apply to State-owned enterprises (government-owned or controlled corporations). Is BCC looking to promote or apply 'competitive neutrality' as part of its policies towards SOEs? What are its plans on this issue?

2. *On Anti-competitive Agreements (pp. 15-16)*

-Does the BCC considers 'concerted practice' as a form of implied agreement or collusion that is covered by the definition of "agreements" in Section 15 of the BCA? Is the BCC prepared to engage in economic analysis to prove the existence of such concerted practice?

-The BCA seems to prohibit outright monopolies and oligopolies arising from agreements under Section 15. Does this mean in practice that "bigness" is seen as necessarily bad? How would you relate this to the other school of thought that "bigness" is only disciplined when it results or is likely to result in abuse?

-Is leniency available for any party to an anti-competitive agreement? Will leniency be applicable to both horizontal and vertical agreements? If a distinction is to be made, what would be the justification(s)?

3. On Abuse of Dominant Position (pp. 17-18)

-Section 16(1) of the BCA enumerates conduct of dominant players that are deemed to constitute abuse. Does this mean that such acts are considered to be abusive "by object", and therefore need not be shown to have an adverse effect on competition? Does this mean that there is no need for economic analysis in investigating an abuse of dominant positions?

-Would the BCC be open to considering having a rebuttable presumption of dominance in addition to adopting criteria for determining dominance?
-Will the concept of "collective dominance" also be considered in abuse of dominant position cases of the BCC?

- বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের চেয়ারপার্সন জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম এবং সদস্য জনাব জি. এম. সালেহ উদ্দিন উপরোক্ত তিনটি বিষয়ে নিম্নোক্ত মতামত প্রদান করেন:

Response 1:

Yes, if government policies or regulations have the object or effect of substantially lessening competition, those can be stricken down and prohibited Under section 8(1)(e). BCC can intervene by giving suggestions or advice to the concerned government authorities to take initiatives to make it competitive.

Yes, if government departments are engaged in any form of economic activity and commit any of the prohibited acts, they are equally liable like private enterprises.

Yes, BCC is looking to promote or apply "Competitive Neutrality" as part of its policies towards SOEs. e.g. BCC requested Ministry of Finance and Bangladesh Bank (Central Bank) to ensure Competitive Neutrality in disbursing Govt. stimulus packages during Covid-19 Pandemic.

Response 2:

Yes, BCC considers "Concerted Practice" as a form of implied agreement or collusion that is covered by the definition of "agreements" under section 15 of the Competition Act, 2012.
BCC conducts economic analysis to detect collusion or lessening of competition (if any) by examining adverse effects on competition considering consumer harm, economic harm, social harm etc.

Bigness is not per-se illegal or bad. But BCC applies the rule of reason. Under section 15 and 16 of the Competition Act, 2012 bigness is only disciplined when it results or is likely to result in abuse of dominant position.

At present, there is no provision of leniency in the Competition Act, 2012. BCC thinks that the provision of leniency should be incorporated in this Act.

Response3:

No, the acts mentioned under section 16(1) are not considered to be abusing "by object" but "by effect". Investigation on abuse of dominant position requires economic analysis.

Yes, BCC is open to considering having a rebuttable presumption of dominance in addition to adopting criteria for determining dominance.

Yes, collective dominance is considered in abuse of dominant position cases.

- দক্ষিণ আফ্রিকা প্রতিযোগিতা কমিশনের প্রতিনিধি নিম্নোক্ত তিন বিষয়ে বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের মতামত জানতে চানঃ

1. Theme: Autonomy, independence and accountability

- Does the Bangladesh competition legislation provide for the competition authority's independence or autonomy in decision-making?

- If so, please describe how the legislation does so.
- Does the Bangladesh competition legislation provide for the competition authority to account to the public and to the law makers?
- If so, please state what the Bangladesh competition authority is accountable for. For instance: operations, decisions made, finances, and so forth.

2. Theme: Leadership

- How is the leadership of the Bangladesh competition authority appointed?
- Is there a limited term of office applicable to the leadership of the Bangladesh competition authority?
- If yes, please describe this limitation and any means by which such limitation can be altered or renewed.

3. Theme: Substantive provisions

- Does the Bangladesh competition authority employ a system of mandatory notifications for mergers? Please describe the application and operation of this system.
- Are any sectors of the economy exempt from the application of competition law? If yes, please describe them and explain the reason why they are exempted.

- বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের চেয়ারপার্সন জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম এবং সদস্য জনাব জি. এম. সালেহ উদ্দিন দক্ষিণ আফ্রিকার প্রতিযোগিতা কমিশনের উপরোক্ত তিনটি বিষয়ে নিম্নোক্ত মতামত প্রদান করেন:

Response 1:

Yes, Competition Act, 2012 provides independence to Bangladesh Competition Commission (BCC). BCC is a Statutory Body under section 5(2) of the Competition Act, 2012. Commission independently exercises its duties, powers, functions and responsibilities being mentioned in section 8 of the Competition Act. Moreover, section 8(3) empowers the Commission to act as a Civil Court. According to section 8(6), all proceedings before the Commission are judicial in nature.

Furthermore, section 32 of the Competition Act provides 'Independence of the Commission in respect of expense of money'.

Response 2:

"Chairperson" is the Executive Head of the Commission. Chairperson and Members of the Commission are appointed by the Government under section 7 of the Competition Act, 2012 and "Bangladesh Competition Commission (Chairperson and Members) Appointment Rules, 2015".

There is a Selection Committee headed by the Hon'ble Minister of Commerce for the appointment of the Chairperson and Members of the Commission. The committee selects competent candidates through open competition and sends the proposal to the Hon'ble Prime Minister for approval.

Yes, there is a limited term of office for the Chairperson. Usually it is 3 (three) years. Under section 7(6) of the Act, the Chairperson and the Members hold their respective offices for a term of 3 (three) years and are eligible for re-appointment of another term (Up to 65 Years of age).

Under section 7(7), such limitation can be altered. The Chairperson or any Member of the Commission may, at any time before the completion of the tenure, resign his office by at least 3 (three) months prior notice, in writing to the government.

Response 3:

Section 21 and section 8(1)(d) of Competition Act, 2012 deal with Combination (Merger & Acquisition). As per the provision of section 21, draft regulation on Combination (Merger & Acquisition) is under active consideration of BCC. The provision of mandatory pre-merger notification has been proposed in the draft regulation.

Yes, according to section 4 of the Act, 'The goods or services which are controlled by the government for the interest of the national security and not open for private sector are exempted from this Act.

অধিবেশনে Peer Reviewer গণের প্রশ্নোত্তর পর্ব শেষে Interactive Session শুরু হয়। Interactive Session এ বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের চেয়ারপার্সন জনাব মোঃ মফিজুল ইসলাম এবং সদস্য জনাব জি. এম. সালেহ উদ্দিন ভারত, ফিলিপাইন এবং দক্ষিণ আফ্রিকার Peer Reviewer গণের নিকট নিম্নোক্ত বিষয়ে মতামত জানতে চান:

To Peer Reviewer: INDIA

- Respected Adviser, would you please give us some ideas what basic challenges CCI faced initially and how it had overcome those challenges?
- What special initiatives of CCI resulted in the successes so far?

To Peer Reviewer: The Philippines

- Philippines Competition Act 2014 empowers PCC to conduct inquiry and investigation against any violation of this Act. Office of Competition (OFC) shall also conduct preliminary investigation. Is there any jurisdictional overlapping or separation in case of investigation?
- How frequently sec. 41 –"Basic Necessities and Prime Commodities" is being applied by PCC? would you please give an idea how and to what extent market & consumer benefits are being derived through the application of section 41.
- The Philippines has more than 60 Sector Regulators. What are the coordination mechanisms between PCC/OFC and Sector Regulators regarding competition issues?

To Peer Reviewer: South Africa

- To what extent these legal supports facilitated SMEs development and contributed to National economy of South Africa?
- Does Competition Commission of South Africa has joint programs with SMEs? What are these programs?

ভারত, ফিলিপাইন্ এবং দক্ষিণ আফ্রিকার Peer Reviewers গণ বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের প্রশ্নের উপর স্ব স্ব মতামত প্রদান করেন।

Interactive Session শেষে Open Discussions সেশন শুরু হয়। Open Discussions সেশনে উপস্থিত অংশগ্রহণকারীগণ Voluntary Peer Review of Competition Law and Policy: Bangladesh বিষয়ে বিভিন্ন মতামত প্রদান করেন। অতঃপর বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের সদস্য জনাব জি. এম. সালেহ উদ্দিন Voluntary Peer Review of Competition Law and Policy: Bangladesh সেশনের চূড়ান্ত মন্তব্য (final remarks) উপস্থাপন করেন।

Voluntary Peer Review of Competition Law and Policy: Bangladesh সেশনের চূড়ান্ত মন্তব্য উপস্থাপন করছেন বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের সদস্য জনাব জি. এম. সালেহ উদ্দিন

- **<u>২২ জুলাই, ২০২২ তারিখ :বাংলাদেশের স্থায়ী মিশন, জেনেভা কর্তৃক আয়োজিত ককটেল পার্টি</u>**

বাংলাদেশের স্থায়ী মিশন কর্তৃক ২২ জুলাই সকাল ১১.৩০ ঘটিকায় আয়োজিত ককটেল পার্টিতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রায় দুই ঘন্টা ব্যাপী Voluntary Peer Review of Competition Law and Policy: Bangladesh বিষয়ক অধিবেশন সমাপ্ত হয়। এ ককটেল পার্টিতে সকল সদস্য রাষ্ট্রের প্রতিনিধি, UNCTAD এর উর্ধতন কর্মকর্তাগণ এবং দাতা সংস্থার প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন।

ককটেল পার্টিতে উপস্থিত অধিবেশনের সভাপতি, UNCTAD এর উর্ধতন কর্মকর্তাগণ, Peer Reviewers গণ, Consultant, কমিশনের চেয়ারপার্সন এবং বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত ও স্থায়ী প্রতিনিধি সহ বাংলাদেশ প্রতিনিধি

- **২১ ও ২২ জুলাই, ২০২২ তারিখ: কমনওয়েলথ প্রতিনিধির সঙ্গে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের আলোচনা**

বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের সঙ্গে Commonwealth এর Trade Competitiveness Section এর উপদেষ্টা এবং প্রধান Ms Opeyemi Abebe এর সাথে বিগত ২১ জুলাই ২০২২ এবং ২২ জুলাই ২০২২ তারিখে আলাদাভাবে পারস্পরিক সহযোগিতা বিষয়ে আলোচনা হয়। Comonwealth Adviser বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনকে সকল প্রকার সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন।

বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের সঙ্গে Commonwealth এর Trade Competitiveness Section এর উপদেষ্টা এবং প্রধান Ms Opeyemi Abebe

UNCTAD কর্তৃক Report Dissemination

UNCTAD এর কর্মকর্তাগণের সঙ্গে আলোচনাকালে জানা যায় যে, UNCTAD আগামী সেপ্টেম্বর, ২০২২ এর শেষ সপ্তাহে বা সুবিধাজনক সময়ে ঢাকায় সকল অংশীজনের অংশগ্রহণে প্রতিযোগিতা আইন, ২০১২ এর Voluntary Peer Review রির্পোট এর National Dissemination কার্যক্রম সম্পন্ন করার ইচ্ছে প্রকাশ করেছে। এ অনুষ্ঠানে UNCTAD এর Competition and Consumer Policies Branch এর প্রধান Ms. Teresa Moreira সহ অন্যান্য কর্মকর্তাগণ, Voluntary Peer Reviewers গণ এবং Independent Consultant Ms Ma Leonila Papa অংশগ্রহণ করবেন মর্মে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলকে অবহিত করা হয়েছে।

বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এবং সিনিয়র সচিব মহোদয়সহ মন্ত্রণালয়ের উর্ধতন কর্মকর্তাগণ, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ব্যাংক ও বিভিন্ন রেগুলেটরী সংস্থা সহ সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের অংশগ্রহণে Report Dissemination অনুষ্ঠানটি আয়োজনের বিষয়ে কমিশন প্রাথমিক প্রস্তুতি শুরু করেছে। এ ক্ষেত্রে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সানুগ্রহ সহযোগিতা, পরামর্শ ও দিক নির্দেশনা কমিশন প্রত্যাশা করছে।

অধিবেশন শেষ বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের দেশে প্রত্যাবর্তন:

২০ তম IGE অধিবেশনে অংশগ্রহণ শেষে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদল বিগত ২৪ জুলাই ২০২২ তারিখ বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

সংযুক্তি: ৩৪ পাতা (বর্ণনামতে)

(জি. এম. সালেহ উদ্দিন)
সদস্য
বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন

(মোঃ মফিজুল ইসলাম)
চেয়ারপার্সন
বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশন